সংবাদ

তারিখ 21 MAY 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আমলাতন্ত্রের ফাঁদে ২৬ মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ প্রক্রিয়া

● হঠাৎ নতুন নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন

রাকিব উদ্দিন

এবার আমলাতন্ত্রের ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে ২৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া। হালনাগাদ নীতিমালার আলোকে স্কুল জাতীয়করণের উদ্যোগ নিয়ে এই প্রক্রিয়াকে ঝুলিয়ে রাখার তৎপরতা শুরু হয়েছে। কারণ বিভিন্ন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সরকারদলীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে জাতীয়করণের জন্য ২৬টি স্কুল চূড়ান্ত করা হলেও, এই প্রক্রিয়া নিয়ে নারাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় আমলারা। যদিও প্রচলিত বিধিবিধান ও নীতিমালার আলোকেই ২৬টি প্রতিষ্ঠানের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এখন হঠাৎ নীতিমালা হালনাগাদকরণের নামে স্কুল জাতীয়করণ প্রক্রিয়া ঝুলিয়ে রাখার তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (হাইস্কুল ও কলেজ) জাতীয়করণের হালনাগাদ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ সংক্রান্ত এক বৈঠকে এ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ সংক্রান্ত আগের নীতিমালা বাতিল করা হয়েছে। বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আমলানির্ভর এ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) স্বপন কুমার সরকারকে। কমিটির সদস্যরা হলেন- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব এএস মাহমুদ, মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক সফল

বিদ্যালয় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বিদ্যালয় : জাতীয়করণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কান্তি মণ্ডল, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ ও বিদ্যালয় পরিদর্শক মাহবুবুল কবির চৌধুরী। কমিটির সদস্য-সচিব হলেন মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির এক সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে গতকাল সংবাদ'কে বলেন, 'প্রচলিত নিয়মের আলোকে এই সরকারের আমলে বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। এখন হঠাৎ কেন নতুন নীতিমালার প্রয়োজন হলো, তা বোধগম্য নয়। কারণ নতুন করে নীতিমালা প্রণয়ন করে স্কুল জাতীয়করণের কার্যক্রম শুরু হলে তা এই সরকারের মেয়াদে সম্পন্ন হবে না। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটিই ঝুলে যাবে'। তবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সংবাদ'কে বলেন, '২৬টি বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতে হবে। আর ভবিষ্যতে থানা বা উপজেলা পর্যায়ে একটি করে স্কুল জাতীয়করণের লক্ষ্যেই একটি স্থায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করার দরকার'। বৈঠক সূত্র জানায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা মাউশি প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছিল। কিন্তু বৈঠকে তা বাতিল করে দিয়ে বলা হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য এ নীতিমালা যথেষ্ট নয়। এজন্যই হালনাগাদ নীতিমালা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করার জন্য মাউশিকে নির্দেশ দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিভিন্ন ব্যক্তির সুপারিশের ভিত্তিতে গত ১৬ এপ্রিল ২৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের জন্য নির্বাচিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি সাতটি বেসরকারি কলেজও জাতীয়করণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সাতটি কলেজের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া এখন প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

জাতীয়করণের অপেক্ষায় ২৬টি স্কুল

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয়করণের জন্য ২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চূড়ান্ত করেছে। এর মধ্যে মুন্সিগঞ্জের [illegible] উপজেলার দীননাথ ইনস্টিটিউশন, ঢাকার উত্তরা থানার উত্তরখান ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, [illegible] উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারীর ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রামের রাউজান আর আর এ সি মডেল হাইস্কুল, সাতক্ষীরার কলারোয়া পাইলট হাইস্কুল, ঢাকার দোহারের [illegible] উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুরের নগরকান্দার এম এন একাডেমি বিদ্যালয় এবং একই জেলার ভাঙ্গা মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেটের বালাগঞ্জের [illegible] উচ্চ বিদ্যালয় এবং একই উপজেলার হাজী মফিজ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, ডি এন উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মঙ্গলচণ্ডী নিশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা সদরের এ জি একাডেমি, রাজবাড়ী সদরের শহীদ খাতুন হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী বি বি বিন্দু একাডেমি, যশোরের কেশবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কেশবপুর পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ, নওয়াপাড়া শংকর পাশা হাইস্কুল, বরিশালের বাবুগঞ্জের শহীদ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর (বীরশ্রেষ্ঠ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন, কোটালীপাড়া পাবলিক ইনস্টিটিউশন, ঢাকার সবুজবাগের বাসাবো উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জের বন্দর কলাগাছিয়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমীন একাডেমি ও আমান বাংলা শিশু আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম জাতীয়করণের জন্য চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জাতীয়করণের অপেক্ষায় ৭টি কলেজ

জাতীয়করণের জন্য সাতটি কলেজের মধ্যে সাতক্ষীরার শ্যামনগর মহসিন ডিগ্রি কলেজ, খুলনার বয়ড়া মহিলা কলেজ, একই জেলার দাকোপ এস বি কে ডিগ্রি মহিলা কলেজ, হাজী মুহম্মদ মুহসিন কলেজ, রূপসা বঙ্গবন্ধু কলেজ, নেত্রকোনার মদন উপজেলার হাজী আবদুল আজিজ খান ডিগ্রি মহাবিদ্যালয় ও টাঙ্গাইলের ইব্রাহিম খাঁ কলেজের নাম জাতীয়করণের জন্য চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বাতিল হওয়া খসড়া নীতিমালায় যা আছে

জাতীয়করণের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি থাকবে। জেলা প্রশাসক এ কমিটির প্রধান থাকবেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হবেন- জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের একজন প্রতিনিধি, সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের একজন প্রতিনিধি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। নীতিমালায় বলা হয়েছে, প্রতিবছর জাতীয়করণের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জেলা কমিটি সেই তালিকা থেকে যাচাই বাছাই করে জাতীয়করণের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। সর্ববিষয় চূড়ান্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেবে। তবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্য, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, ভাষা শহীদ, জাতীয় পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং জাতীয় চার নেতার নামে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন বা আছেন এমন কোন ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের আওতায় আসবে না। অনগ্রসর এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণে প্রাধান্য দেয়া হবে। জাতীয়করণের আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঁচ বছরের জেএসসি/ এসএসসি/ এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় আনতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে এক একর জমি থাকতে হবে। যেসব উপজেলা ও জেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ নেই শুধু সেসব এলাকার প্রাচীন ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের আওতায় আনতে হবে।